বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে ফলাফল বিভ্রাট : ছাত্রদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ ও আলো নিভিয়ে তৃণমূলি হামলা

ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল বর্ধমান

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ মার্চ , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৯ ফেব্রুয়ারি,২০১৬, সোমবার, ১৬ ফাল্গুন,১৪২২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ ফেব্রুয়ারি : ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল বর্ধমান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে ক্রমাগত ফলাফল বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার চলছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পত্তি নষ্টের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে নামিয়ে আনা হয় নির্মম রাষ্ট্রীয় দমন প্রক্রিয়া। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা পেরেক বসানো চেলা কাঠ দিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হয়েছেন ছাত্র-যুব ও অভিভাবকরা। আজ এক বিশাল মিছিল বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে রাজবাটিতে সমবেত হয়। মিছিল শুরু হয় বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে। বর্ধমান শহর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ছাত্র-যুবরা আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর আলো নিভিয়ে তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে এবং বারে বারে রেজাল্ট বিভ্রাটের জন্য দায়ী উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে এক বিশাল মিছিলে শামিল হন। মিছিল রাজবাটিতে এসে শেষ হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি এস.এফ.আই-র নেতৃত্বে ছাত্রদের এক ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে এস ডি পি ও-র নেতৃত্বে বেপরোয়া লাঠিচার্জে এস.এফ.আই জেলা সম্পাদক সহ ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। ছাত্রীরাও রেহাই পায়নি লাঠির ঘা থেকে। উপরন্তু ঐদিন রাতেই পার্শ্ববর্তী এলাকার সাজানো মামলায় যুবকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ও অপাদার্থ উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে পথে নামেন ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সর্বস্তরের মানুষ। বিজয় তোরণ থেকে দৃপ্ত মিছিল জি টি রোড পরিক্রমা করে এস.পি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। এস.ডি.পি.ও-র অপসারণের দাবিতে এস.পি-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি আহত ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে আসেন এস.এফ.আই-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিক্রম কুমার ও রাজ্য সভানেত্রী মধুজা সেন রায়। এদিনও বিক্ষোভ মিছিল হয়। এস.এফ.আই-এর পক্ষ থেকে এদিন জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষার ফল ও পার্ট-থ্রি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে পথে নামে 'হোক প্রতিবাদ'-এর ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছিল। দু-দিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর লেলিয়ে দেয় তাদের বাউন্সারদের। চেলা কাঠ, পেরেকগাঁথা লাঠির ঘায়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। তৃণমূলি কর্মচারী সংগঠনের নেতা সীতারাম মুখার্জী ও অংশুমান গোস্বামীর নেতৃত্বে এই হামলা চলে যাদবপুরের কায়দায় লাইট নিভিয়ে। আহত হন চিত্র সাংবাদিক সদন সিনহা। সদন সিনহাকে সরাসরি আঘাত করে তৃণমূল কর্মচারী সংগঠনের নেতা সীতারাম মুখার্জী। বাধ্য হয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা অনশন তুলে পালিয়ে যায়। কিন্তু শাসকদলের আক্রমণ এখানেই থেমে থাকেনি। যেসব হোস্টেল, মেসে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকেন সেখানে গিয়েও তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয় রাতের অন্ধকারে। ২৯ ফেব্রুয়ারি আবার পথে নেমেছেন ছাত্র-যুব সহ অভিভাবকরাও। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামছে ছাত্র-যুবরা।

পুলিশি ও তৃণমূলি পৈশাচিকতার নিদারুণ চিত্র : অকুতোভয় আন্দোলনকারীরা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এস.এফ.আই-কর্মীদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ।

পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এস.পি. কে ডেপুটেশনে দিলেন ছাত্র-যুবরা।

পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে এস.এফ.আই-এর মিছিলে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য সভাপতি।

সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার যুব-কর্মীরা জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন। সঙ্গে সি পি আই(এম)নেতৃবৃন্দ।

হোক-প্রতিবাদ-এর ব্যানারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনশনরতন ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ।

অনশনরতন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পৈশাচিক হামলা করে মুখ ঢেকে বেরিয়ে আসছেন তৃণমূলি কর্মচারী নেতা।

কালনায় প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশি অত্যাচার এবং মিথ্যা মামলায় ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আজ মিছিল হয় কালনা শহরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও এদিন ডি আই এফ আই এবং এস এফ আই-এর কর্মীরা কালনা শহরে মধুবনে জমায়েত হয়। তারপর মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন যুবনেতা অরূপ দাস।

স্বয়ম্ভরের রজতজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি : মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্বয়ম্ভর-এর রজতজয়ন্তী বর্ষ পদার্পণ করলো। এদিন বর্ধমান টাউনহলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জনশিক্ষা আধিকারিক গোবিন্দ ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি ডাঃ অশোক কুমার মজুমদার, সহ সভাপতি প্রশান্ত ব্যানার্জী, সম্পাদক কৃষ্ণকলি ব্যানার্জী, ভোলানাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বয়ম্ভর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনীত গীতিনাট্য 'হিংসুটে দৈত্য' ও প্রয়াস নাট্য সংস্থার 'এবং সীমান্তে' নাট্য পরিবেশিত হয়।

মালপাড়ায় ৬টি বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মেমারির নিমো মালপাড়ায় গতকাল রাত ৮/৯ টা নাগাদ ৬টি বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। রাতে মহিলাদের চিৎকারে পড়শিরা বেড়িয়ে এসে আগুন নিভাতে সাহায্য করে। আগুনে সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আগুন আয়ত্তে আসে। তারপর বর্ধমান থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আসে। পরে পুলিশও আসে। এতে মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। এই মালপাড়ায় ২৮০টি পরিবার বসবাস করে। এরা সকলেই সাপুড়ে। সাপ ধরে বেড়ায়। সাপের বিষ বিক্রি করে তাদের জীবিকা চলে। ১০টি সাপ সহ তাদের সংসারের সব জিনিসপত্র পুড়ে যায়। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। আগুনে ১ লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকার মতো সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। আগুনে কেউ হতাহত হয়নি।

সমস্ত আক্রান্তদের নিয়েই মানুষের জোট গড়ে তুলুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি : সমস্ত আক্রান্তদের নিয়েই মানুষের জোট গড়ে তুলুন। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে বুথে বুথে শক্তিশালী বুথ কমিটি গড়ে তুলুন। এদিন সংস্কৃত লোকমঞ্চে এক সভায় একথা বলেন সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) নেতা অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আইনুল হক ও তাপস সরকার। অমল হালদার বলেন, ৫ বছরে রাজ্যে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যর শোচনীয় অবস্থা। শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রান্ত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কৃষকের ফসলের দাম নেই। চাষি আত্মহত্যা করছে। টেট থেকে এস এস সি-তে মেধার ভিত্তিতে চাকরি হচ্ছে না। সর্বত্র টাকা দিয়ে চাকরি বিক্রি হচ্ছে। তোলাবাজি, লোহাচোররা এখন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি। মহিলারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রাজ্যে শিল্প আসেনি, বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়নি। যা তৈরি হয়েছিল তা বামফ্রন্টের সময়ে। খাদ্য সুরক্ষা নিয়েও মানুষের সাথে প্রতারণা করছে এই রাজ্যের সরকার।

তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপি-র মধ্যে গোপন বোঝাপড়া হয়ে গেছে, সেটিং হয়ে গেছে। নকল যুদ্ধ করে আর আসলে সি বি আই কে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সংখ্যালঘু মানুষদের কোনো উন্নয়ন হয়নি। শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থানে সংখ্যালঘুরা পিছিয়ে। নির্বাচনের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে আমাদের। তৃণমূলের আমলে কারোর জীবনে নিরাপত্তা নেই—কি, পুলিশ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক সবাই। রাজ্যে মুসলমিদের কোনো উন্নয়ন হয়নি—একথা বলেছেন নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন।

অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, এবার তৃণমূলকে হটাতে জোরদার লড়াই চলছে। রাস্তায়, বাজারে মাঠে-ময়দানে সর্বত্র একই আওয়াজ। এবার তৃণমূলের পালে হাওয়া নেই, বিসর্জনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

তাপস সরকার ও আইনুল হক বলেন, নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখুন। মানুষকে জোটবদ্ধ করার কাজ শুরু করে দিন। এই অন্ধকারের রাজত্ব থেকে আলোয় ফেরার উদ্যোগ নিন।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অপূর্ব চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম, গৌরী ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নতুন চিঠি

২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

উপাচার্যের পদত্যাগ চায় বর্ধমানবাসী

পরীক্ষার ফলাফল বিভ্রাট নিয়ে বারে বারে সংবাদের শিরোনামে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিগত কয়েক বছর ধরেই স্নাতক স্তরে এই বিভ্রাট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই ফলাফল বিভ্রাটকে ঘিরে ছাত্রদের যে-কোনো প্রতিবাদকে দমন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদলের ঠ্যাঙারে বাহিনীর ভূমিকা মানুষকে আরও সন্দিহান করে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কাদের হাতে পরিচালিত হচ্ছে? শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য এজামানার নতুন কোনো ঘটনা নয়, প্রশ্ন ফাঁস, গণ টোকাটুকি, রেজাল্ট বিভ্রাট ক্রমাগতই লেগে আছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে স্নাতক স্তরে রেজাল্টকে ঘিরে বিভীষিকা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুলকে না শুধরে ছাত্রদের সংগত বিক্ষোভকে দমন করার জন্য একদল ছাত্র নামে দুষ্কৃতীদের লেলিয়ে দিচ্ছেন। বিনিময়ে কেউ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকা চাকরি পাচ্ছেন, কেউ বা পদোন্নতি পেয়ে আধিকারিক হচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শিক্ষা প্রশাসন চলছে? বি এ পার্ট টু-র ফলফলাকে নিয়ে এবছরও যথারীতি বিভ্রাট ঘটে গেল। প্রতিবাদ ও ডেপুটেশনে এগিয়ে এলো ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বা এস.এফ.আই। বিশ্ববিদ্যালয় গেট বন্ধ করে ছাত্রদের আটকে দেওয়া হল। ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চার্জ করলো। রেহাই পায়নি ছাত্রীরাও। প্রতিবাদ গড়ে ওঠে সর্বস্তরেই। নিন্দা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো শুভবুদ্ধি জাগেনি। আরেকটি ছাত্রদের অনশনকে ভাঙার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলি কর্মচারী ইউনিয়ন-এর নেতা, কর্মী ও বহিরাগত দুষ্কৃতীদের লেলিয়ে দেওয়া হয়। এখানে থেমে যায় নি। শহর বর্ধমানে বিভিন্ন মেসে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা থাকেন রাতের অন্ধকারে গিয়ে তাদের শাসানো হয়েছে। প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আওয়াজ তুলেছেন এই অপদার্থ উপাচার্যের পদত্যাগ চাই। এমন উপাচার্য বর্ধমান কখনও দেখেনি।

এক ডজন প্রশ্ন

১. জাতীয় বিজ্ঞান দিবস কবে পালিত হয়? কত সাল থেকে এই দিবস পালন শুরু হয়? কোন বিষয় স্মরণে এই দিবস পালিত হয়?
২. বিজ্ঞানী সি ভি রমন কবে নোবেল পুরস্কার পান? সি ভি রমন কবে জন্মান?
৩. কবে হাওড়া ব্রিজ জনসধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়? কত সালে ব্রিজটি তৈরি শুরু হয়েছিল?
৪. কত সালে হাওড়া ব্রিজের নাম রবীন্দ্র সেতু রাখা হয়েছিল? এই ব্রিজের নক্সা কে করেন হাওড়া ব্রিজ তৈরি করতে কত টন ইস্পাত লাগে? ভারপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ কে ছিলেন?
৫. ব্রিটিশ বাহিনীর শেষ দলটি কবে ভারত ত্যাগ করে?
৬. চার বছর অন্তর লিপইয়ার কোন ক্যালেন্ডার মতে কবে থেকে শুরু হয়?
৭. লর্ড ক্যানিং কবে থেকে ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নেন? কার স্থলাভিষিক্ত হন?
৮. ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী ২৯ ফেব্রুয়ারি জন্মান? তিনি কবে প্রধানমন্ত্রী হন?
৯. প্রখ্যাত দানবীর আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ কোথায় কবে জন্মান? কবে প্রয়াত হন?
১০. রাসবিহারী ঘোষ কার সঙ্গে নাইট উপাধি পেয়েছিলেন?
১১. মিশর দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে দেশটি স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. পৃথিবীর কোন দেশের কোন পরিবারের তিনজন সন্তানেরই লিপইয়ার দিনে জন্ম? কোন কোন সালে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ফর্ম - ৪, রুল - ৮

নতুন চিঠি পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কিত ঘোষণা

১) **প্রকাশের স্থান**	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান - ৭১৩১০১
২) **প্রকাশের ব্যবধান**	ঃ	সাপ্তাহিক
৩) **মুদ্রাকরের নাম**	ঃ	অশোক ব্যানার্জী
জাতীয়তা	ঃ	ভারতীয়
ঠিকানা	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান, সূচক -৭১৩১০১
৪) **প্রকাশকের নাম**	ঃ	অশোক ব্যানার্জী
জাতীয়তা	ঃ	ভারতীয়
ঠিকানা	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান, সূচক -৭১৩১০১
৫) **সম্পাদকের নাম**	ঃ	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
জাতীয়তা	ঃ	ভারতীয়
ঠিকানা	ঃ	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা - বর্ধমান, সূচক -৭১৩১০১
৬) **স্বত্বাধিকারী**	ঃ	নতুন চিঠি ট্রাস্ট ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন, পোঃ ও জেলা -বর্ধমান, সূচক - ৭১৩১০১

আমি অশোক ব্যানার্জী ঘোষণা করছি যে উপরে দেওয়া তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ **স্বাঃ অশোক ব্যানার্জী**

একুশে'র অধিকার, বাঙালির, সবার?

হরিহর ভট্টাচার্য

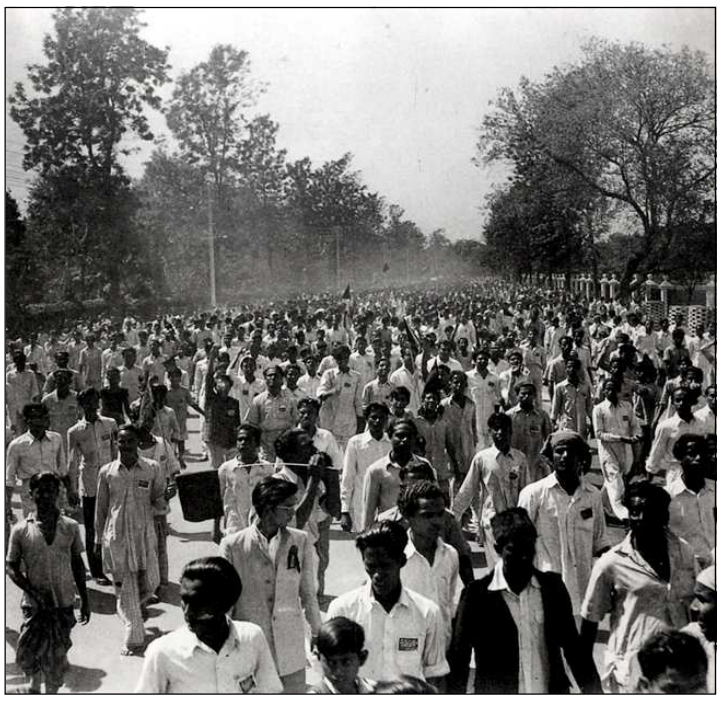

যাঁরা ৬৮'র সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ রাখেন তাঁরা জানবেন, পাশ্চাত্যে ১৯৬৮ সালের বিখ্যাত ছাত্র আন্দোলন পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিলো। ১৯১৭-র বহু দশক পরে পাশ্চাত্যে গণ-আন্দোলনের ধূসর অবস্থা কেটে যেন এক পুনর্জন্ম হলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো : যে কোনো ছাত্র বা ছাত্র সম্প্রদায় কি ঐ আন্দোলনের উত্তরাধিকারী? কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রগোষ্ঠী, তা যে কোনো দেশেরই হোক না কেন, ঐ আন্দোলনের উত্তরসূরি হিসাবে গণ্য হবে না যদি না ঐ আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রটির সঙ্গে তারা নিজেদের সত্যিকারে সনাক্ত করতে পারে।

যেমন ছাত্র হলেই ১৯৬৮-র সঙ্গে নিজেকে সনাক্ত করার অধিকার অর্জন করে না, তেমনি বাঙালি, বাংলাভাষী হলেই নিজেকে একুশে'র এক উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতে পারে না। মনে করা যাক, যে বাঙালির (ক্ষুদ্র অংশ হলেও) পূর্বপাকিস্তানের পাক রাষ্ট্র-বিরোধী ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা কি 'একুশের' উত্তরাধিকারী? যেটা ভুললে হবে না সেটি হলো 'একুশে' ছিলো বৃহত্তর এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ—যে প্রক্রিয়াটি পরিণতি লাভ করে ১৯৭১ সালে পাক-রাষ্ট্র বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে। 'একুশে'র একটি মৌল শিক্ষা, যেটা অনেক সময় শুধুমাত্র ভাষাগত ভাবাবেগে হারিয়ে যায়, সেটি হলো, এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সত্তার চরম সঙ্কট। পাক-রাষ্ট্র উর্দুভাষাকে জাতীয় / রাষ্ট্রিক ভাষা বলে ঘোষণা করে তাদের উর্দু ভাষা প্রীতির কোনো প্রমাণ রাখেন নি। ঐ রাষ্ট্রের তীব্র বাংলা ভাষা বিরোধিতাও এর মূল কারণ ছিলো না। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মণিপুরী বা হিন্দিভাষী হলেও তারা একই কাজ করতো। পাকিস্তানে উর্দু এখন রাষ্ট্র ভাষা, যেখানে মাত্র শতকরা ৭ ভাগ পাকিস্তানি ঐ ভাষায় কথা বলে। ১৯৪৭ সালে তা ছিলো মাত্র ২ শতাংশ। পাখতুনখ্যা প্রদেশের অথবা বালুচিস্তানের মানুষ উর্দু শেখে প্রাথমিক স্কুল পর্বে—একটি প্রায় বিদেশি ভাষা হিসাবেই। প্রথমোক্ত প্রদেশের আফগানরা তাদের পাখতুন ভাষা সম্বন্ধে যতটা গর্বিত বাংলাদেশে বা পশ্চিমবাংলায় বাঙালিরা ততটাই গর্বিত। সুতরাং মূল সমস্যাটি জড়িয়ে ছিলো এক অত্যাচারী, সামরিক শাসনে বলীয়ান এক অগণতান্ত্রিক দানবীয় রাষ্ট্র এবং তার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সঙ্কট। পাক-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে সেই সঙ্কটের সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিলো না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবে সেই সঙ্কটের মীমাংসা হয়।

সুতরাং একুশের ভাষার ঊর্দ্ধে যে রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং কীভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সাংস্কৃতিক সঙ্কট তৈরি করে, তাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হলে এর আসল সূত্রটি হারিয়ে যাবে। যারা অগণতান্ত্রিক, অত্যাচারী এবং অনবরত এক সংস্কৃতি ও তার সামগ্রিক সত্তার উপর আঘাত হানে, তাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই 'একুশে' উদ্‌যাপন করা। ভুলে গেলে হবে না, বাংলাদেশে বহুকাল মিলিটারি শাসন ছিলো। আজ সেখানে এক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। একুশের উদ্‌যাপনকারী সারা বিশ্বের বাঙালিরা অনেক বেশি আন্তরিকভাবে এখন 'একুশে'র উত্তরাধিকারকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। অসহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র-নিধনকারীদের, ভাষা সন্ত্রাসবাদীদের কতটা নৈতিক অধিকার আছে তা ভাবার দরকার আছে। একুশের অধিকারী শুধু বাঙালি হলেই হবে না, এ অধিকার সবার নেই। সেই অধিকার অর্জন করতে হবে। একুশের প্রকৃত উত্তরাধিকার গণতন্ত্র ও সাম্যের আদর্শ—যা ভাষা সহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার রক্ষার গ্যারান্টি।

দেশপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় ...

তপোময় ঘোষ

জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বভাবতই সেখানে দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা পড়ে এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা পড়ান। বিগত কিছু দিন ধরে সেখানকার ঘটনাক্রম জাতীয় রাজনীতিতে একটা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে। উৎসস্থলের সেই ঝড় আছড়ে পড়ছে দেশের কোনায়-কোনায় দিগ্বিদিকে।

দেশদ্রোহী-অপবাদ দিয়ে সেখানকার ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমারকে দিল্লি পুলিশ শুধু গ্রেপ্তারই করেনি। তার ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে সমানে অত্যাচার চালিয়েছে। প্রতিবাদে তার নিজের ক্যাম্পাসে তো বটেই, সারা দেশের শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। অসহিষ্ণু দিল্লি পুলিশ এবং সংঘ পরিবারের সদস্য সংগঠনগুলির উগ্র সদস্যরা, এমনকি খোদ বিজেপির বিধায়ক পর্যন্ত চরম অসহিষ্ণু হয়ে মারপিট শুরু করেছে। মারহাট্টা হয়ে উঠেছে পাতিয়ালা কোর্টের সংঘ পরিবারের সমর্থক আইনজীবীরাও।

যাদের জীবনের ব্রত মানুষকে আইনের আশ্রয় দেওয়ার সেই আইনজীবীরা ছাত্রনেতা কানহাইয়াকে মারতে উদ্যত বা মারছে এ ছবিও প্রকাশিত হতে দেখা গেছে সমস্ত জাতীয় সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলে। এ এক চরম লজ্জা এবং কলঙ্কের কথা। এরা নাকি দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেম নাম ধরে এদের প্রচণ্ড অন্যায় সমগ্র দেশবাসীকে শাসাতে চাইছে। আর এই শাসানোর জন্য বলের উৎস হচ্ছে গুজরাট দাঙ্গার রক্ত হাত থেকে ধুয়ে মুছে ফেলা নায়কদ্বয়ের দিল্লি দখল। নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহের বিজয়রথে চড়ে এইসব উন্মত্ত পশুরা মনে করছে বিশ্ব জয় করে ফেলবে। প্রমাণ করতে চাইছে ওরা ছাড়া এদেশের সবাই জাতীয়তা বিরোধী দেশদ্রোহী! কিন্তু তা তো আর নয়। ইতিহাস অন্য কথা বলছে।

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাতি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'স্বদেশী চিন্তার ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে লিখেছেন, ইংরেজরা এদেশে আসার পরে যে পুঁজিবাদী শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়ারই উপজাত হিসাবে জন্ম নিয়েছিল ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। মাত্র দু'জন ভারতীয় এই তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। দু'জনেই ছিলেন ভারতপ্রেমিক জাতীয় ঐতিহ্যে গৌরববান এবং জাতীয়তাবাদী।

এরপর ক্রমান্বয়ে জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার উন্মেষ ঘটতে থাকে। ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সহায়তায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল পেপার' প্রতিষ্ঠা করেন। এইসময় রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পুষ্ট করলেন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব বাড়ালেন।

ইতোমধ্যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে। লর্ড কার্জন সেই আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢাললেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

এইসময় (১৯০৭) বিপিনচন্দ্র পাল লিখলেন, ''স্বদেশপ্রেমের পুরাতন অর্থ ভারতীয় নামে ইজরায়ল আমেরিকার বাস্তবতার জন্য লালায়িত হওয়া; এই ধারণায় প্রকৃত ভারতীয় বস্তুর কোনো স্থান নেই। এদেশের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-আকার-আয়তন প্রকৃতি-ভাষা-আদর্শ-প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুই এ ধারণার মধ্যে আসে না। কেবল ভারতীয় নামের প্রতিই যতটুকু ভালবাসা। এই কাল্পনিক, অবাস্তব ও বিমূর্ত দেশপ্রেমের হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। নতুন দেশপ্রেমের অর্থ ভারতের ভূ-প্রকৃতির প্রতি সপ্রেম আচরণ। এদেশের নদী, পর্বত, শস্যক্ষেত্র ও রুক্ষ মরুভূমি, নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হলেও এদেশের পল্লী ও নগর, এদেশের বৃক্ষ-লতা ও পশুপক্ষী—এসবই আমাদের ভালবাসার ধন। এদেশের

—এরপর চারের পাতায়

রেল বাজেট—হায় প্রভু!

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভু সুরেশ, রেলমন্ত্রী দেশের সর্ববৃহৎ পরিবহন ব্যবস্থা যাকে ভারতের জীবনরেখা বলা হয়, সেই জীবনরেখার জীবন রক্ষা করবার জন্য বৃহৎ রেল বাজেট পেশ করলেন ২৫ জুন, ২০১৬ তারিখে। তাতে না আছে রেলকে পুনরুজ্জীবনের কোনো লক্ষ্য, না আছে আয় বৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা, না আছে নতুন ট্রেনের ঘোষণা, না আছে রেলপথহীন এলাকায় রেলপথ নির্মাণ করে দূরদূরান্তে রেলকে প্রসারিত করা, না আছে নতুন নতুন এলাকার ট্রেনের গতি বৃদ্ধির জন্য বৈদ্যুতিকীকরণ। প্রভু মহোদয় করিবেন কী! ভাঁড়ার তো শূন্য! ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে এক টাকা আয় হলে খরচ ৯৭.৮ পয়সা (অর্থাৎ অপারেটিং রেশিও ৯৭.৮ শতাংশ)। এবারে বাজেটে অপারেটিং রেশিও ধরা হয়েছে ৯২ শতাংশ। কীভাবে ৫.৮ শতাংশ আয় বাড়াবে তার কোনো দিশা নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেতন কমিশনের সুপারিশের দায় ৩২ হাজার কোটি টাকার জন্য অর্থ সংস্থানের। তবে প্রভুজী দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছু অর্থসংস্থানের জন্য। তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন জীবন বিমা কর্পোরেশনের নিকট। আমজনতার চিন্তা রেলের চাপে এই লাভজনক সংস্থাটি রুগ্ন সংস্থায় পরিণত হবে না তো?

তিনি রেলকে বেসরকারিকরণের কাজ এর মধ্যেই শুরু করেছেন পি পি পি মডেল নামক এক অর্থবৃক্ষের, সাহায্যে যাকে নাড়ালেই অর্থ ঝড়ে পড়ে। তাই ট্রেনে খাদ্য সরবরাহ, স্টেশন, ট্রেন ও রেললাইন পরিষ্কার করা, লাইন পাতা, ট্রেনের ও মালগাড়ির কামরা নির্মাণ, বৈদ্যুতিকীকরণ, ইঞ্জিন তৈরি সহ রেলের সব প্রকল্পের দায় এখন এই মডেলের অর্থাৎ কর্পোরেটদের ঘাড়ে। কিন্তু তারা তো সেইভাবে এগিয়ে আসছেন না। তাদের এই কাজে অর্থ আসবে কোথা থেকে? ব্যাঙ্কগুলি অর্থ সরবরাহ করতে নারাজ; কারণ তাদের অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। তাছাড়া কম সুদে ঋণ দিতে তাদের অনীহা।

তবে চতুর প্রভু কয়েকটি বেশি ভাড়ার নতুন ট্রেন ঘোষণা কিছু অর্থ আদায়ের স্বপ্ন দেখছেন। এর মধ্যেই তিনটি নতুন পণ্য করিডর ঘোষণা—তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই দুটি—খড়গপুর, মুম্বাই ও খরগপুর, বিজয়ওয়াড়া। বঙ্গবাসীর যার পর নাই আনন্দ কারণ নাকের বদলে নরুণ মিলেছে। এসি-থ্রি টায়ার কামরায় 'হামসফর' ট্রেন। ১৩০ কিলোমিটার গতির ট্রেন 'তেজস'। রাতের দোতলা ট্রেন 'উদয়'। অসংরক্ষিত দীনদয়াল কোচ, সুপারফাস্ট অন্ত্যোদয় ট্রেন। ৪০০ স্টেশনে ওয়াইফাই, ৫০ শতাংশ লোয়ার বার্থ প্রবীণদের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। আহা কী আনন্দ! ৫০ হাজার কোটির ঘটতি নিয়ে রেলের বছর শুরু। যাত্রীভাড়া পণ্যমাশুলের আয়ে ঘাটতি। দেশের সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থানের প্রতিষ্ঠান আজ কর্মযোগানহীন হয়ে পড়ছে। বাজেটে নেই কর্মী নিয়োগও সুরক্ষা নিয়ে কোনো বার্তা। দেশের যুব সম্প্রদায় হাতাশ! সুরক্ষার জন্য অনিল কাকোদর কমিটির রায় অনুসারে সুরক্ষা খাতে ২০১২-এর ফেব্রুয়ারির ছ-মাসের মধ্যে ১ লক্ষ ২৬ হাজার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্য স্থির হয়েছিল—নিয়োগ হয়েছে মাত্র ২৬,০০০। হবে কী করে? অর্থবৃক্ষ থেকে অর্থ তো ঝড়ে না। রেল চলবে তো? হায় প্রভু!

দিশাহীন ভোট-অন-এ্যাকাউন্ট রাজ্যের

অরুণ মজুমদার

আর মাত্র কদিন বাকি ভোটের। তাই নিয়মমতো চলতি আর্থিক বছরের চার মাসের জন্য অর্থমন্ত্রী ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করেছেন। আম জনতাকে সাহায্য করবে এমন কোনো দিশা এখানে নেই। বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে বামফ্রন্ট সরকার ঋণের যে বোঝা রেখে গেছে তার সুদ গুণতে গুণতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। অন্য কাজে হাতে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

স্বাধীনতার পর থেকে রাজ্যের ঋণ বামফ্রন্টের শেষ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। আর মাত্র পাঁচ বছরেই তৃণমূল সরকার ঋণ করেছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা।

ঋণ শোধ করতে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ভাতা বাড়ানো হচ্ছে না টাকা নেই অজুহাতে অথচ শত শত কোটি টাকা মেলা মোচ্ছবে খরচ করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারী অবসর নেবার পর কোনো নিয়োগ হচ্ছে না। স্কুলগুলি শিক্ষক অভাবে ধুকছে। কলেজে অধ্যাপক নেই, আংশিক সময়ের শিক্ষক দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। সুপার স্পেশালিটি নাম দিয়ে বিভিন্ন জেলায় হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। কোনো ডাক্তার নিয়োগ হচ্ছে না। নার্স-টেকনিক্যাল কর্মচারী কোনো নিয়োগ নেই। অন্য হাসপাতাল থেকে ডাক্তার বাবুদের ধার করে এনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। অবশ্য পুরানো হাসপাতালের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার অনেক মেসিন খারাপ। টাকার অভাবে সারানো যাচ্ছে না। অথচ বিশাল বিশাল গেট তৈরি হচ্ছে।

ক্লাবগুলিকে শত শত কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। এগুলির অডিট হবে না। ক্লাবের রেজিস্ট্রেশনও প্রয়োজন হচ্ছে না। আগামী নির্বাচনের কাজে ক্লাবের যুবকদের কাজে লাগানো যাবে সেই ভরসায় এই অনুদান।

ভোট অন-অ্যাকাউন্টে এসব অর্থ তো উঠে আসে না। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন এখন ৪২ শতাংশ রাজস্বের টাকা ফেরৎ পাচ্ছে, এছাড়াও এবার ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়তি পেয়েছে। এরও প্রতিফলন নেই। সরকার ৬৮ লক্ষ লোককে চাকুরি দিয়েছে বলে দাবি করেছে কিন্তু বাজেটে এর প্রতিফলন নেই। বিক্রয় কর, আবগারি রাজস্ব, স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আয় কমেছে—এটা সমৃদ্ধির পরিচয় দেয় না। প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা আয় কমেছে। সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ও বেতন খাতে বরাদ্দ প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা খরচ হয়নি। গত বছর প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বারবারই বামফ্রন্টের শেষ পাঁচ বছরের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন আসল বক্তব্য ফেলে রেখে।

বিত্তহীন বা মধ্যবিত্ত কাউকেই এ বাজেট কোনো দিশা দেখায় না।

শিলাবৃষ্টিতে কালনায় ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ঝড় ও শিলাবৃষ্টির মাত্র একদিন পর ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে অধিক রাত পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাতে কালনা মহকুমায় ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা বৃদ্ধি পেল। একথা বলছেন সরকারি কৃষি বিশেষজ্ঞ থেকে প্রবীণ কৃষকরা পর্যন্ত। ফলে মাথায় হাত এখন কৃষকদের।

কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে মহকুমার পাঁচটি ব্লকে এবার সাড়ে চৌদ্দ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়েছে প্রায় দু'হাজার হেক্টর জমিতে। আলু ও পেঁয়াজ তোলাও শুরু হয়েছে। কিন্তু গত বুধবার হঠাৎ ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে কালনার কৃষির উপর সংকট নেমে আসে। ২৬ ফেব্রুয়ারি কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তর থেকে জানানো হয়, পূর্বস্থলী-১ ব্লকে ৭২৫ হেক্টর, পূর্বস্থলী-২ ব্লকে ২১৫ হেক্টর এবং মন্তেশ্বরে ২৩৩ হেক্টর আলুর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পেঁয়াজের ক্ষতি হয়েছে পূর্বস্থলী-১ ও ২ ব্লকে ১ হাজার ৫ হেক্টর জমি এবং মন্তেশ্বরে ২০৩ হেক্টর জমি। পেঁয়াজ ও আলু ছাড়াও বোরো ধানের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্বস্থলী-১ নং এবং মন্তেশ্বর ব্লকে। সেই জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১ হাজার ১২০ হেক্টর এবং ৩ হাজার ৯৪২ হেক্টর। ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টি ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করবে বলে জানালেন কৃষকগণ।

এর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে আজ কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেয় কৃষকরা কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে। এদিন মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা আদালত চত্বরে জমায়েত হয়। ক্ষতিপূরণ, কৃষিঋণ ও বিদ্যুৎ বিল মুকুব সহ বিভিন্ন দাবি সম্বলিত পোস্টার হাতে তারা মিছিল করে।

শিক্ষক সম্মেলনে বাধা শাসকদলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ ফেব্রুয়ারি : চরম স্বৈরাচারের নমুনা দেখালো রাজ্যের শাসকদল। শিক্ষক সম্মেলনের দিনই সম্মেলনস্থলের দখল নিয়ে দলীয় ঝাণ্ডা ফেস্টুন ঝুলিয়ে দিল যাতে শিক্ষকরা সম্মেলন করতে না পারে। নির্ধারিত স্থানে সম্মেলন না হলেও পাশের গ্রামে সম্মেলন সংগঠিত করেন শিক্ষকরা। ঘটনাটি ঘটেছে আজ কালনার সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খালিশপুর গ্রামে। কিন্তু শাসকদলের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে শিক্ষকরা সম্মেলন করেন পাশের গ্রাম মণিখাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ৬০ জন শিক্ষক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৫ জন প্রতিনিধি। মুক্তি কুমার ঘোষকে সভাপতি এবং বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে ১৬ জনের কমিটি গঠিত হয়।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -*কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।*

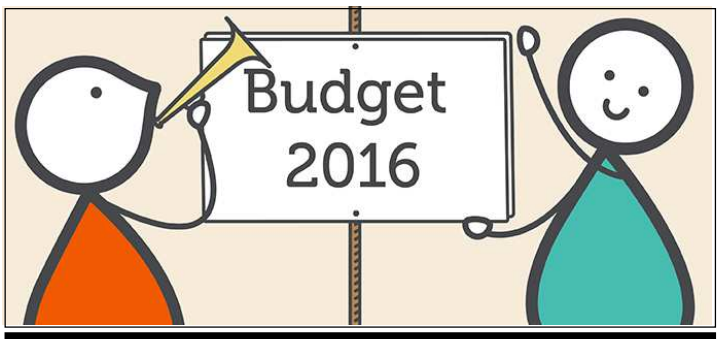

মোদিজির দিশাহারা চমকের বাজেট

- কয়লার শেস হচ্ছে দ্বিগুণ। ফলে মূল্যবৃদ্ধি অবধারিত। পরোক্ষকরের বোঝা বাড়বে জনগণের ঘাড়ে।
- আয়ের ১টাকার ২১ পয়সাই আসবে ঋণ থেকে। ঋণের সুদ মেটাতে খরচ হবে ১৯ পয়সা। ১ টাকার ৬৩ পয়সা আসবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর থেকে। এর মধ্যে কোম্পানি কর থেকে ১৯ পয়সা, পরিষেবা কর থেকে ৯ পয়সা, আয় কর থেকে ১৪ পয়সা, উৎপাদন ও আমদানি শুল্ক থেকে ২১ পয়সা। প্রতিরক্ষায় খরচ হবে শতকরা ১০ টাকা।
- এবার পি.এফ, পি.পি.এফ, ই.পি.এফ -কে নিয়ে আসা হলো করের আওতায়।
- রাজকোষে ঘাটতি জি ডি পি-এর ৩.৯% থেকে ৩.৫%।
- রাজস্ব ঘাটতি জি ডি পি-এর ২.৮% থেকে ২.৫%।
- আয়করের ঊর্দ্ধসীমা অপরিবর্তিত।
- ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা ছাড়।
- সেবা কর ০.৫% থেকে বেড়ে হল ১৫% ।
- এক কোটি টাকা ও তার বেশি আয়ের জন্য ১৫% সারচার্জ বৃদ্ধি।
- পেনসন-এর ৪০% আয়কর মুক্ত।
- প্রথম বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়।
- ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হোমলোন নিলে হোমলোনে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কর ছাড়।
- নতুন ব্যবসায় ১০০% কর ছাড়।
- নতুন শিল্পের ৩ বছর পর্যন্ত কর ছাড়।
- কৃষি কল্যাণ ক্ষেত্রে ০.৫%।
- দাম বাড়ছে : ব্রাণ্ডেড পোষাক, পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ি, বিড়ি বাদে সব তামাকজাত দ্রব্য, কয়লা, সোনা ও হিরের গহনা।
- দাম কমছে : ফ্রিজের।
- ২০২২-এর মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা হবে। ১৫,০০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণের সুদ মকুব করা হবে। সেচে ১৭,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

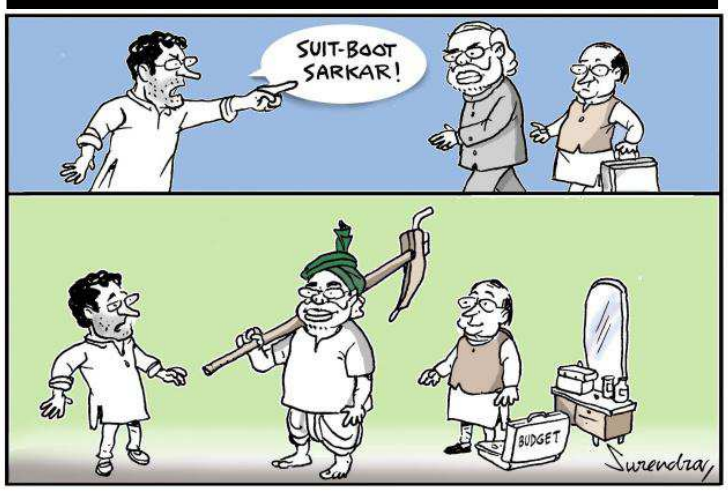

- মনরেগায় বরাদ্দ ৩৮,৫০০ কোটি টাকা।
- গ্রাম উন্নয়নে ২.৮৭ কোটি টাকা।
- বি পি এল-দের গ্যাস ২০০০ কোটি।
- খাদ্য সুরক্ষায় ৫০০ কোটি।
- সুলভ মূল্যে ৩০০ ওষুধের দোকান।
- স্বাস্থ্য বিমা ১ লক্ষ টাকার।
- ই-মার্কেটের জন্য ২০০০ কোটি।

—সংকলন : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

তথ্য কথা বলে

স্বাধীনতার পর থেকে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের সময় পর্যন্ত মোট ঋণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি।

তৃণমূল ৫ বছরে ঋণ করেছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা।

—বিধানসভার প্রশ্নোত্তর থেকে।

গল্পের গরু গাছে চড়েছে

আলেক শেখ, কালনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : স্তাবক পত্রিকাগুলিতে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন। (শুধুই নাম, আইনি বাধ্যবাধকতায় হাসি মুখের কোনো ছবি নেই।) ভাগীরথী যেখানে বাঙলায় ঢুকেছে সেখান থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন বিভিন্ন প্রকরণের জলযান এবং জেটির। মানুষের গঙ্গা পারাপারের সুবাদে এগুলি চালু হল কালনাঘাট থেকে নৃসিংহপুরঘাট পর্যন্ত। উদ্বোধন হল 'দ্রষ্টা' নামের লঞ্চ। বাস্তবের চিত্র হল ফেরিঘাটে কোনো জেটিই নেই। কাঠের নৌকায় পারাপার করেন মানুষ, সাইকেল, মোটর সাইকেল মালপত্র নিয়ে। অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পারাপার করতে হয়। কোনো লঞ্চই নেই অথচ 'দ্রষ্টা' নামের লঞ্চ যাত্রী পারাপার করছে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

৬৮ লক্ষ চাকুরি দেবার মতই এটাও কি নির্বাচনী চমক? মন্তব্য করছেন অনেকেই।

দেশপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় ...

—দুয়ের পাতার পর

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এদেশের কুৎসিত ও বন্য বৃক্ষ প্রাচুর্য। এদেশের ঘর্মাক্ত নগ্নদেহপদ নরনারী ও অপরিস্কৃতদেহ গ্রাম্য শিশুদল, প্রচলিত অর্থে শিক্ষা ও সভ্যতাহীন গ্রামের বধূ ও কুমারী—এ সকলেরই প্রতি ভালবাসা এই দেশপ্রেমের অঙ্গ।"

১৯০৭ সালে এক বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র বলেন, 'স্বদেশপ্রেম এক নিঃশর্ত সদগুণ। একমাত্র সার্বজনীন মানবতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই এই গুণকে সীমায়িত করা যেতে পারে, অন্য কোনো বিবেচনাতেই নয়। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতিকে বিশ্বমানবতার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এক সাথে চর্চা করতে হবে।'

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বৃটিশ শাসনমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের ধারণা জন্ম নিয়েছিলো। এই আন্দোলনের যুগেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল। এরপর বিশের দশকের শুরুতে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন জাতীয়তাবাদকে অন্যমাত্রায় উত্তরণ ঘটিয়ে দিয়েছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেছেন, অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে কোনদিন ভারতবর্ষের কোটি কোটি নর-নারী চিন্তা ও কর্মের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারেন নি।

সদ্য প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা এ বি বর্ধন লিখছেন, "... বিশের দশকে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন কংগ্রেসের গণভিত্তি তৈরি করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই টেনে এনেছিল।" (বি জে পি-র স্বরূপ, পৃষ্ঠা - ৮৪)। এই সময়েই ডাঃ কেশাওরাও হেডগেয়ার, যিনি সেই সময় পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্য থেকে এইসব ঘটনার সংকেত পেলেন, তাই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন এবং ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তৈরি করলেন 'আর এস এস', বা 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ'।

স্বাধীনতা আন্দোলনে এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কেমন ভূমিকা নিয়েছিল, তা তাদের প্রকাশনা থেকেই তুলে দেওয়া যেতে পারে। ১৯৩০ সালের ডান্ডি মার্চ সম্পর্কে : " ...১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধি জনগণের উদ্দেশ্যে সরকারের আইন অমান্য করার ডাক দিলেন। ডা. সাহেব (হেডগেয়ার) সবদিকে সংবাদ পাঠালেন যে সংঘ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবে না।" (হেডগেয়ারের আত্মজীবনী)

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সম্পর্কে " ...১৯৪২ সালেও ভারতবাসীর মনে একটা শক্তিশালী আবেগ কাজ করেছিল। সেই সময়েও সংঘের রুটিনমাফিক কাজ চলত। সংঘ স্থির করলো তারা প্রত্যক্ষভাবে কোনো কাজ করবে না।" (গোলওয়ালকার)

এ হল আর এস এস-এর দেশপ্রেম। একজন সেবককেও বৃটিশ শাসনে জেলে যেতে হয়নি। ব্যতিক্রম হলেন হেডগেয়ার। তবে তিনি যখন জেলে গিয়েছিলেন, সে সময় তিনি ছিলেন কংগ্রেস। স্বভাবতই প্রথম দিন থেকেই আর এস এস কমিউনিস্টদেরও বিরোধিতা করে এসেছে। সে সব অন্যকথা।

আজকের শাসক বিজেপি এই আর এস এস-এরই রাজনৈতিক মুখ। সেখানে আছেন রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী মধ্যবিত্ত মানুষ, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সাম্রাজ্য বিরোধিতা ছিল, তার সঙ্গে এদের কোনোদিন কোনো সম্পর্ক ছিল না, এখনো নেই। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি এরা সংবেদনশীল। শ্রেণিস্বার্থে এরা বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থবাহী। তাদের অর্থে পুষ্ট। ক্ষমতায় আসার জন্য যে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছিল, তা এই বুর্জোয়াদের কাছ থেকেই পাওয়া।

ক্ষমতায় আসার পর তা পুষিয়ে দেওয়ার দায় থেকে খুল্লামখুল্লা উদারনীতির পথ নিয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে মোদি সরকার। মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষাই তার কাম্য। সেখানে বিদেশি পুঁজি বলে কোনো ছুঁৎমার্গ নেই। অর্থনীতিই যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করায় সেটা এখন আমরা সবাই জানি। তাই এইসব দেশপ্রেমের কর্মসূচি, সবই রাজনৈতিক বলা হচ্ছে। এদেশ হিন্দু সংস্কৃতির দেশ—এই ধারণার সঙ্গে যারা একমত নন, তাঁদেরকেই দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতা দেখিয়ে এমনকি খুনও করা হচ্ছে। নরেন্দ্র দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারেকে এইভাবেই প্রাণ দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, এরা উগ্র হিন্দু রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক! এরা ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মোদির সিংহাসন আরোহনের পর এরা বলেছিল, কয়েক শত বর্ষ পরে দেশ একজন হিন্দু শাসক পেয়েছে।

কিন্তু ...

নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ তথা সমাজবিজ্ঞানী অমর্ত্য সেন লিখেছেন, "... মনে রাখা দরকার যে আজ থেকে ৪০০ বছর আগে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজনের বিষয়ে আকবর-ঘোষিত নীতিগুলির মধ্যেই আমরা ধর্মের পরিচয়মুক্ত অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই। সেই রাষ্ট্র ভারত কেন, পৃথিবীর কোথাও তখনও জন্ম নেয়নি। ১৫৯১ ও ১৫৯২ সালে সূত্রাকারে গ্রথিত আকবরের যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তসমূহের তাৎপর্য ছিল সর্বজনীন। আকবর যখন ১৫৯২-এ আগ্রায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়ে লেখালেখি করছিলেন, সে বছরই প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা করার জন্য জিওনার্দো ব্রনোকে গ্রেপ্তার করা হল এবং ১৬০০ সালে রোমে তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হল।" (পূর্ব ও পশ্চিম : যুক্তির ব্যাপ্তি, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩৫)

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য আকবরেরও বহু আগে। বহুত্ববাদী চিন্তাধারার মধ্যে তার অস্তিত্ব ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর আমীর খুসরুর রচনায়, কবীর, নানক, চৈতন্য এবং অন্যান্যদের উদার ভক্তিকাব্যের মধ্যে। কিন্তু এই ঐতিহ্য সম্রাট আকবরের কাছ থেকেই সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করেছিল। তিনি যা প্রচার করেছিলেন, তা কাজেও প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার জন্য হিন্দু সেনাপতি মানসিংহকে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

তাই মুসলিম প্রজাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে তিনি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় শুধু মূল প্রবাহের হিন্দু ও শিয়া ও সুন্নি এবং সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরই ডাকতেন না, খ্রিস্টান, ইহুদি, পার্সি, জৈন এবং আবুল ফজলের মতো, এমনকি চার্বাক সম্প্রদায়ের নাস্তিকতাবাদীদেরও শামিল করেছিলেন।

তবে মহান আকবরের এই উদারনৈতিক কাজকর্মগুলি গোঁড়া মুসলমানদের পছন্দ হয়নি। তারা কতকগুলি বিদ্রোহ ও সংগঠিত করেছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমও ওই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর এক গোঁড়া মুসলমান তাত্ত্বিক আব্দুল হক তৃপ্তির সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "নানা ধরনের উদ্ভাবনী পরীক্ষা চালালেও আকবর শেষ পর্যন্ত এক ভাল মুসলমান ছিলেন।" অর্থাৎ আকবর প্রমাণ করেছিলেন নিজের ধর্মের প্রতি আস্থাবান থেকেও পরধর্মমত সহিষ্ণু হওয়া যায়। আজকের দিল্লির অধীশ্বরের কাছে তা প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না।

আগেই বলেছি প্রতিটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পেছনেই কোনো না কোনো অর্থনৈতিক তাড়না আছে। সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা প্রসারে ভারত সরকারের একটা দায়বদ্ধতা আছে। শিক্ষার সর্বস্তরে প্রচুর ভর্তুকি দিতে হয়। যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট জাতীয় আয়ের খুব সামান্য অংশই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ থাকে, তবু ভর্তুকির ব্যাপারটা থেকে যায়। আর এতেই গেরুয়া শিবিরের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের গাত্রদাহ। ভর্তুকি তুলে দিয়ে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র।

আর তাহলেই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেসরকারিভাবে এদেশে শিক্ষা ব্যবসাটা করতে পারবেন। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যপতিদের সংগঠন 'অ্যাসোচেম' (ASSOCHAM)-এর একটি হিসাব থেকে দেখছি এ দেশে প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটির শিল্প এই বেসরকারি শিক্ষা বা প্রাইভেট টিউশুনি। মধ্যবিত্ত পিতামাতারা তাঁদের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ সন্তানদের প্রাইভেট টিউটরের পেছনে ব্যয় করেন। এ তো গেল দেশীয় কালনেমীদের হিসাব। এবার শুনুন শিক্ষা-বাণিজ্য ভাগের আন্তর্জাতিক হিসাব।

গত মাস দেড়েক আগে নাইরোবিতে যে 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' বা 'ডাব্লুউ টি ও' র বৈঠক বসেছিল, সেখানেও আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষায় বিনিয়োগের জন্য বাণিজ্যিক চুক্তি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয়া মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সে আলোচনা করে এসেছেন। হ্যাঁ, ওনারা শিক্ষাও বিক্রি করবেন।

আর সেজন্যেই ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে এই তাণ্ডব। সমস্ত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'আর এস এস'-এর তত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষদের বসানোর চেষ্টা। নইলে শুধুমাত্র শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে দেশদ্রোহী তকমা দেওয়ার কোনো যুক্তি আছে? গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রবীণ সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং দেশের প্রাক্তন অ্যার্টনি জেনারেল সোলি সোরাবজি বলেছেন, "... কেউ যদি পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলেও শ্লোগান দিয়ে থাকে, তা হলেও তা দেশবিরোধী বলা যাবে না। বড় জোর এটা বিরক্তিকর। শ্লোগান তোলা কখনই দেশ-বিরোধিতার সংজ্ঞায় পড়ে না। যতক্ষণ না তা কোনও সন্ত্রাসবাদী অথবা হিংসায় ইন্ধন যোগাচ্ছে।

আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট মানুষ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় একই কথা বলেছেন। ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে যেভাবে কানহাইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার নিন্দা করেছেন সুগত মারজিতও। আর তাই দেশজুড়ে এ ঘটনার প্রতিবাদ চলছে। কানহাইয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ চলবে।

এই প্রতিবাদ আন্দোলন গোটা দিল্লি, গোটা দেশ, এমনকি গোটা পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সারা পৃথিবীর অগ্রগণ্য চিন্তাবিদরা এই ছাত্রনেতার মুক্তির দাবিতে পথে নেমেছেন। এদের মধ্যে আছেন এ যুগের বিবেক নোয়াম চমস্কি, ওরফান পামুক-এর মতো চিন্তাবিদ যাঁরা সুইডিশ একাডেমিতে থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বাকিরাও সমপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

এই আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এতই ব্যাপক যে, খোদ 'এ বি ভি পি'র পদাধিকারীরা লজ্জায় পদত্যাগ করছেন। শাসকদলের উগ্রচণ্ডা রণং দেহি মূর্তি দেখে সমগ্র দেশ স্তম্ভিত। একে তো প্রত্যাশিত এবং বহুল প্রচারিত 'আচ্ছে দিন' আদৌ আসে নি, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' আদৌ হয়নি। কালো টাকা ঘরে ফেরে নি। মেক ইন ইণ্ডিয়া মুখ থুবড়ে পড়েছে। সামান্য একটা 'মাল্টি সুইচ' দেশে তৈরি হয়নি। প্রমাণ করে মঞ্চে আগুন লেগেছে? সে আগুন নেভাতে বেসরকারি সংস্থা বরাত পেয়েছে।

কিন্তু জে এন ইউ-র এই আগুন নেভানোর দায়িত্ব কে নেবে? বিজেপি তা খুঁজে বের করতে যে বেশ হিমশিম খাচ্ছে মোদি-অমিত-রাজনাথদের দেহ-ভাষায় তা অন্তত বোঝা যাচ্ছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ সাল, বিজ্ঞানী সি ভি রমন 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার করেন (২৮-২-১৯২৮); ২। ১৯৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর, ৭ নভেম্বর ১৮৮৮; ৩। ১৯৪৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ সালে; ৪। ১৯৬৫ সালে, স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি, ২৬ হাজার ৫০০ টন; ৫। ১৯৪৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ইঞ্জিনিয়ার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ৬। গ্রেসরিয়ান ক্যালেণ্ডার মতে ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৭৫২ সাল; ৭। ১৮৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি, লর্ড ডালহৌসি; ৮। মোরারজী রণছোড়জি দেশাই, ২৪-৩-১৯৭৭; ৯। বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের তোড়কোনা গ্রামে, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৪৫, মৃত্যু ১৯২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি; ১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে; ১১। আফ্রিকা মহাদেশ, ১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, কায়রো; ১২। নরওয়ের সিবাধিক সেন পরিবারে, ১৯৬০, ১৯৬৪ এবং ১৯৬৮ সালে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সেখ সামসুদ্দিন, পিতা - সেখ আব্দুল হামিদ, গিরিগড় নগর, থানা - মন্তেশ্বর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৭ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম সেখ নাজমুদ্দিন কিন্তু জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সেখ নাজিমুদ্দিন নথিভুক্ত হয়েছে। সেখ নাজমুদ্দিন ও সেখ নাজিমুদ্দিন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

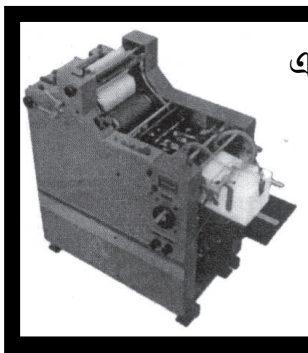
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
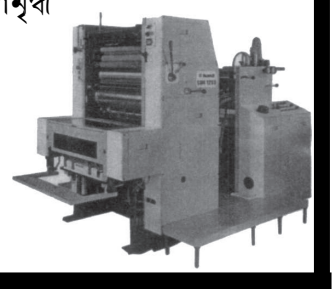
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা